প্রথম আলো

তারিখ ২৪ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সরকারি কলেজে ধর্মঘট

ঢালাও জাতীয়করণ নয়, শিক্ষার প্রতি নজর দিন

শিক্ষার নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বেশুমার সমস্যা আছে, সে কথা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অজানা নয়। কিন্তু সরকার সেসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে একের পর এক অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষার্থী উভয়কে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দোহাই দিয়ে সরকার সব উপজেলায় একটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে নতুন সরকারি কলেজের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৮৩, যেখানে শিক্ষক আছে ১৮ হাজার। আর বর্তমান ৩২৫টি সরকারি কলেজের শিক্ষক আছে ১৪ হাজার। শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক দাবি করে আন্দোলনে নেমেছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা দুই দিন ধর্মঘট করেছেন। তাঁদের দাবি, নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করা যাবে না। তাঁদের এ দাবির পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তাঁরা সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় এসেছেন। আর জাতীয়করণকৃত নতুন কলেজের শিক্ষকদের বেশির ভাগই নিয়োগ পেয়েছেন রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে। অতএব দুটোকে এক পাল্লায় মাপা যৌক্তিক নয়। তবে জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোর শিক্ষকদেরও ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যান করার দাবি অবাস্তব। সুতরাং একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান পেতে হবে। কেবল কলেজ নয়, সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ হতে হবে মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে।

দুই দিন ধরে সরকারি কলেজগুলো অচল থাকার পরও নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আটটি কলেজের পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হয়েছে। এমনিতেই সেশনজটে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিপদে আছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির দোহাই দিয়ে সরকার বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করছে। কিন্তু শিক্ষানীতিতে যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার কথা ছিল, সেটি তারা কেন করছে না। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে জেদাজেদির প্রয়োজন হতো না। সরকারের উচিত নির্বিচারে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ না করে সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন ভালো ফল করতে শুরু করছে, তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় (শিক্ষকদের মূল বেতনের শতভাগ দেওয়া হয় সরকারি তহবিল থেকেই) পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কেন পারবে না? কেন রাজনৈতিক বিবেচনায় স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করতে হবে?